দেখেশুনে শ্রুতি নাটক

শৈবাল চাকী

‘শ্রুতিনাটক’ কথাটির দ্বারা বোধ হয় বোঝানো হয় সেই নাটককে, আবেদন যার আমাদের শ্রবণের প্রতি। হ্যাঁ, সেই ছোটবেলায়, আমাদের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের সেই দিনগুলিতে, আমরাতো উৎকর্ণ হয়েই থাকতাম বেতার নাটক শুনবার জন্য। তাঁদের, যাঁদের আমরা দেখতে পারছি না, কণ্ঠ শুনবার, শুধু শুনবার জন্য ছিল সে এক আশ্চর্য গভীর আকুতিঘন। সেই সব নাটকের প্রযোজক - পরিচালক কারা ছিলেন, কারা ছিলেন তাদের আবহনির্মাতা সব খোঁজখবর গবেষক বা উৎসাহী কেউ নিতেই পারেন, এমনকি সেইসব নাটকের কুশীলবই বা সেদিন কারা ছিলেন তার খবরও পেতে পারেন কোন ধৈর্য্যশীল তালাশকারী। আমরা সেসব উৎস অনুসন্ধানে না গিয়েও শুধুমাত্র এটুকুই বলতে পারি শুনতে শুনতে আমরা কেঁদেছি, হেসেছি, ভেবেছি, খুশি হয়েছি, রেগে গিয়েছি, নানা রংয়ের অনুভূতিতে হয়েছি রঞ্জিত। কখনও মনে হয়নি অভিনয়টা হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে নয়, চোখের আড়ালে একটা বিশ্বাস, বিশ্বাসটা তৈরী করা, একটা তৈরী করা বিশ্বাসের জগতে পৌঁছে গিয়েছি আমরা। বলতে চাইচি শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়কেই পুঁজি করে কী অসম্ভবকেই না সম্ভব করা যায়, ঘুচিয়ে দেওয়া যায় অভিনেতা আর শ্রোতাদর মধ্যে থাকা দূরত্ব আর ব্যবধান! বোধ হয় এই বাস্তবটাই শ্রুতিনাটক নির্মাতা ও উপস্থাপকদের প্রধান, উদ্দীপনাগুলির একটি।

এখন ব্যাপার হল এই যে নাটক শুধুতো শোনার নয়। দেখবারও। তা সে থার্ড থিয়েটার হোক বা যাত্রা, প্রথানুগ প্রসেনিয়ম অনুসারী হোক বা ফিজিক্যাল থিয়েটার, নাটকে মানুষ পাত্রপাত্রীদের চোখে দেখতে চায়। তাদের নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গী, প্রবেশ-প্রস্থান, কান্না-হাসি, রাগ, দুঃখ হতাশার যন্ত্রনাকে দর্শক চায় প্রত্যক্ষ করতে। অভিনেতা অভিনেত্রী আর শ্রোতাদর্শক, এই প্রত্যক্ষগণের মাধ্যমেই তাদের মধ্যে থাকা বাস্তবিক ব্যবধান যেন ঘুচিয়ে ফেলেন। শুনতে শুনতে দেখা এবং দেখতে দেখতে সোনা এনে দেয় নানারসের দোলায়িত স্পন্দন। শ্রুতিনাটকের কারিগরগণ ব্যাপারটা অবশ্যই লঘু করে দেখেননা। বরং গুত্ব দিয়ে ভাবেন। অর্থাৎ শ্রুতিনাটকে, তা যদি দূরদর্শনের পর্দাতেও আসে, কুশীলবগণ দৃশ্যমান। শ্রুতিনাটক বেতার নাটক নয়, এবং অবশ্যই তদর্থে থিয়েটার নয়, অথচ, যেন দুটি স্বাদগন্ধই সে নিয়ে আসে আমাদের জন্য।

একজন আগ্রহী শ্রোতা-দর্শক হিসাবে বিগত বছরগুলিতে বেশ কিছু ভালভাল শ্রুতিনাটকে ভাগ নিয়েছি। এক্ষেত্রে বেশ উল্লেখযোগ্য কারা তা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়তো বাহুল্যমাত্র। যে বিষয়টা ভাল লেগেছে তা এই যে বহু কম প্রচারিত বা প্রায় অপ্রচারিত (মিডিয়ার কৃপাবঞ্চিত) হয়েও অনেক শিল্পীকে এগিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। তারা এই সৃজনমূলক শিল্প কর্মটিতে নিজেদের জড়িত করছেন, অংশ নিচেছন। এটা আনন্দের কথা যে শ্রুতিনাটকের শিল্পীগণ একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে শিল্পীদের এনে একসূত্রে বাঁধতে চাইছেন, এঁরা এই বাংলার শ্রুতিনাটকের মানকে বিশ্বমানের স্তরে টেনে তুলতে চান। এঁরা চান, শ্রুতিনাটক আরো জনপ্রিয় হোক, আরো। এই সৎ প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানানো প্রতিটি সৎ সংস্কৃতি কর্মীরই দায়িত্ব।

আধুনিক শ্রুতিনাটকের কাছে আমাদের দাবী, প্রাসঙ্গিকভাবেই কথাটা এসে পড়ে, অনেক। আমরা, শ্রোতা-দর্শকেরা, প্রথমেই চাই একটা সুন্দর, ছিমছাম, নিটোল, সঠিকঅর্থেই দ্বন্দ্ব-ঘাত প্রতিঘাতে গতিশীল নাটক। এরই সঙ্গে প্রয়োজন সময়ের মাপ যা কুড়ি মিনিটের কম নয় কিন্তু একঘন্টার বেশিও নয়। শ্রুতিনাটকে অভিনেতা অভিনেত্র সংখ্যা দুই হতে প

ারে তবে সাতের বেশী হলে আকর্ষক হয়না। এ নাটকে যেহেতু প্রবেশ-প্রস্থান, হাঁটা চলা বসা দেখাতে হয়না, বদলে থাকে শুধু গলার কাজ তাই শ্রোতাদর্শকেরাতো চাইবেনই প্রতিটি উচচারণ হবে নিখুত, স্বরের ওঠানামা হবে যথাযথভাবে নিয়মানুগ, প্রক্ষেপনে থাকবে বস্তুনিষ্ঠ মাত্রাবোধ। এসবই অবশ্য চর্চাসাপেক্ষ ব্যাপার। কণ্ঠের যাদু দিয়েইতো ভোলাতে হয়, ভোলানো যায় আর এটা শ্রুতিনাটকের কুশীলবদের কাছে আমাদের ন্যায্য পাওনা। বহু বছর ধরে একটি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে জড়িত থাকার ফলে প্রায় প্রতিবছরই শিক্ষাত্রীদের মধ্যে যারা শ্রুতিনাটকে ভাগ নিতে আগ্রহী তাদের মধ্যে কোন কোন টিমকে এইসব প্রত্যাশার কথা জানাতে হয়েছে। কখনও নির্দেশক হিসাবে, কখনও বিচারক হিসাবে একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে শ্রুতিনাটকের সঙ্গে। কখনওবা নাটক রচয়িতা হিসাবেও। লক্ষ্য করা যাবে শ্রুতিনাটকের সফলতা আনতে শুধু কণ্ঠই ঢের নয়, প্রয়োজন আবহ সঙ্গীতও। তা না হয় শুধুমাত্র তবলা, হারমোনিয়ম, বাঁশি ও বেহালাই হোক। শ্রুতিনাটকের দর্শকেরা যতই বিনোদন খুঁজুননা কেন মূলতঃ সে নাটকে থাকুক সামাজিক দায়বোধের কথাও। সাম্প্রতিক নানা বিষয় থেকে রসদ সংগ্রহ করা যেতেই পারে। শ্রুতিনাটকে কেবলমাত্র শিল্পের জন্যই শিল্প করা যেহেতু অনেকের উদ্দেশ্য তাই এর বিপরীতে জীবনের জন্য শিল্পের তত্ত্বই হোক গৃহীত রীতি।

বড় নাটক, এক, দেড়, দুই বা আড়াই ঘন্টার নাটকের, একটা বড় বাজেট দরকার হয়। ছোট সংস্থা বা ছোট একটা দল হয়তো তা যোগাড় করতে পারলনা। ঠিক আছে, উৎসাহী বন্ধুরা অনেক কম বাজেটে শ্রুতিনাটক কননা। বড় নাটকের মত অতবেশি রিহার্সালও তো দরকার হবে না। নানা বাহানা, নানা ঝামেলাও এড়ানো যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত শ্রুতিনাটক সংগঠনের পরিচালকমন্ডলী একটু ভাবুন। যে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছি আমরা তা আমাদের নিয়তই আচ্ছন্ন করে ফেলে এক সুগভীর সর্বনাশের বিপন্নতায়। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক এই অবক্ষয়ের বিদ্ধে, সুস্থ জীবনের স্বপ্নে দেশজোড়া গণসংগ্রামের দর্পন-প্রতিবিম্বনতো হতেই হবে, শ্রুতিনাটকের পক্ষে যুগের চাহিদা পূরণের সার্বিক দায়িত্বও নেবার আছে। নয়কি?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com